পাঁচ মাসে রাজস্ব ঘাটতি ১৩ হাজার কোটি টাকা

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আশাবাদী হতে পারছেন না জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। তিনি বলেন, ‘যদি রাজস্ব আদায়ের বর্তমান ধারা বজায় রাখতে পারি, তাহলে চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যের কাছাকাছি যাব কিংবা সরকারকে একটি স্বস্তিদায়ক রাজস্ব দিতে পারব।’

গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এনবিআরের চেয়ারম্যান এ কথা বলেন। সেগুনবাগিচার এনবিআর ভবনের সম্মেলনকক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে এনবিআরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এনবিআরের তথ্য-উপাত্ত বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি ১৩ হাজার ৯৯ কোটি টাকা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে শুল্ক-কর আদায়ের লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ১৩ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা। আদায় হয়েছে ১ লাখ ২৬৭ কোটি টাকা। লক্ষ্য পূরণ না হলেও রাজস্ব আদায়ে গতবারের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।

ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আজ শুক্রবার ভ্যাট দিবস এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভ্যাট সপ্তাহ পালিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জাতীয় পর্যায়ে দেশের শীর্ষ ৯ সেরা ভ্যাটদাতা প্রতিষ্ঠানকে (উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসায় খাতে তিনটি করে প্রতিষ্ঠান) সম্মাননা প্রদান করা হবে। রাজধানীর কাকরাইলের আইডিবি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ সেরা ভ্যাটদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। জাতীয় পর্যায়ে যে ৯টি প্রতিষ্ঠান সম্মাননা পাচ্ছে সেগুলো হলো উৎপাদন খাতে এরিস্টোফার্মা লিমিটেড, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড ও মেসার্স মায়া বিড়ি ফ্যাক্টরি; ব্যবসায় শ্রেণিতে এসএম মোটরস, এমকো বাজাজ

ইন্টারন্যাশনাল ও ম্যাবস ইউনিয়ন মোটরস লিমিটেড এবং সেবা শ্রেণিতে ইডটকো বাংলাদেশ কোং লিমিটেড, গ্রে অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড ও রবার্ট বস (বাংলাদেশ) লিমিটেড।

এ ছাড়া বিভিন্ন কমিশনারেট থেকে প্রতি জেলায় উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে শীর্ষ ভ্যাটদাতাদের সম্মাননা দেওয়া হবে। এবার জেলা পর্যায়ে সেরা ভ্যাটদাতা ১০২টি প্রতিষ্ঠান সম্মাননা পাচ্ছে।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ফিসকেল ডিভাইস (ইএফডি) বা ভ্যাটের মেশিন স্থাপন নিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এনবিআরের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, খুচরা পর্যায় থেকে ভ্যাট আহরণ বড় চ্যালেঞ্জ। এটি অবশ্য সম্ভাবনার খাতও। এত দিন পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এটি করতে প্রায় সব স্তরে ইএফডি মেশিন বসাতে হবে। এক লাখ মেশিনে হবে না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ইএফডি মেশিন বসানো এবং সঠিকভাবে সেটি ব্যবহার হচ্ছে কি না, তা পাহারা দেওয়া এনবিআরের পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে নতুন ঘোষণা আসবে।

উল্লেখ্য, গত এক বছরের মধ্যে এনবিআর মাত্র সাড়ে তিন হাজার প্রতিষ্ঠানে ইএফডি মেশিন বসাতে পেরেছে। দেশে পৌনে তিন লাখের বেশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে।

সবচেয়ে বেশি ভ্যাট দিল ফেসবুক

দেশে অনাবাসী কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্য সংযোজন কর (মূসক) তথা ভ্যাট দিয়েছে ফেসবুক। গত পাঁচ মাসে এই কোম্পানি সব মিলিয়ে সাড়ে ১২ কোটি টাকা ভ্যাট দিয়েছে।

বিজ্ঞাপন প্রচার করেই মূলত বেশি আয় করে ফেসবুক। সেই আয়ের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট কেটে রেখে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয়।

প্রায় দুই বছর ধরে দর-কষাকষির পর গত মে মাস থেকে অনাবাসী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভ্যাট নিবন্ধন দেওয়া শুরু হয়। এই পর্যন্ত মোট সাতটি অনাবাসী প্রতিষ্ঠান ভ্যাট নিবন্ধন নিয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেসবুক, গুগল এশিয়া প্যাসিফিক লিমিটেড, আমাজন ওয়েব সার্ভিস লিমিটেড, মাইক্রোসফট ও নেটফ্লিক্স।

তবে সব মিলিয়ে ফেসবুকের তিনটি কোম্পানি ভ্যাট নিবন্ধন নিয়েছে। কোম্পানি তিনটি হলো ফেসবুক আয়ারল্যান্ড লিমিটেড, ফেসবুক পেমেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ও ফেসবুক টেকনোলজিস আয়ারল্যান্ড লিমিটেড। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ও প্রযোজনা সংস্থা নেটফ্লিক্স গত সপ্তাহে নিবন্ধন নেওয়ায় এখনো মাসিক ভ্যাট রিটার্ন দিতে হয়নি।

এবার দেখা যাক এসব জনপ্রিয় অনাবাসী প্রতিষ্ঠান কে কত ভ্যাট দিল। সবচেয়ে বেশি দিয়েছে ফেসবুক আয়ারল্যান্ড লিমিটেড, যেটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি গত জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৫ মাসে সাড়ে ১২ কোটি টাকা ভ্যাট দিয়েছে। এর মধ্যে গত জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ২ কোটি ৬৪ লাখ ভ্যাট দিয়েছে ফেসবুক আয়ারল্যান্ড।
ঢাকা দক্ষিণ ভ্যাট কমিশনারেট সূত্রে জানা গেছে, ফেসবুক বিভিন্ন সেবার মধ্যে এ দেশে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার করে। তাই তাদের কাছ থেকে তুলনামূলক বেশি ভ্যাট পাওয়া গেছে। ফেসবুকের বাকি দুটি প্রতিষ্ঠান গত পাঁচ মাসে নামমাত্র ভ্যাট দিয়েছে, যা পরিমাণে দুই লাখ টাকার মতো।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভ্যাট দিয়েছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক গুগল এশিয়া প্যাসিফিক। এই প্রতিষ্ঠান গত মে মাস থেকে ভ্যাট রিটার্ন দিচ্ছে। ছয় মাসে প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া ভ্যাটের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি টাকা। আর আমাজন ওয়েব সার্ভিসের মোট ভ্যাটের পরিমাণ দুই কোটি টাকার মতো।

বিশ্বের অন্যতম বড় টেক জায়ান্ট গুগল গত মাসে ভ্যাট রিটার্ন দিলেও জুন মাস থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ মাসের বকেয়া ভ্যাট হিসেবে পরিশোধ করেছে ৩ কোটি ৬৭ লাখ টাকা।

বাংলাদেশে ফেসবুক, গুগল, আমাজন ও নেটফ্লিক্সের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে প্রাইসওয়াটারহাউসকুপারস বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা অংশীদার মামুন রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট বিভাগের চেষ্টায় এসব অনাবাসী প্রতিষ্ঠান ভ্যাট নিবন্ধন নিয়েছে। প্রথম দিকের আলোচনায় আইনি জটিলতার কথা জানালে তৎকালীন এনবিআর চেয়ারম্যান তা সমাধানের

উদ্যোগ নেন। এনবিআর সব সময়ই অনাবাসী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনে সহায়তা করেছে। এতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে বার্তা যায় যে এ দেশে ব্যবসা করতে এলে সরকার সহায়তা দিতে প্রস্তুত আছে।

গুগল, আমাজন, ফেসবুকসহ অনাবাসী প্রতিষ্ঠানগুলো (যাদের এখানে স্থায়ী কার্যালয় নেই) এ দেশে বিজ্ঞাপন প্রচারসহ নিজেদের নানা ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। এসব সেবা নিয়ে গ্রাহকেরা ক্রেডিট কার্ড বা অন্য কোনো উপায়ে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করে থাকেন। তখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৫ শতাংশ ভ্যাট কেটে রাখে।

ঢাকা দক্ষিণ ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার এস এম হুমায়ুন কবির প্রথম আলোকে জানান, দেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সব বড় অনাবাসী কোম্পানি ভ্যাট নিবন্ধনের আওতায় চলে আসছে। তিনি বলেন, এসব অনাবাসী প্রতিষ্ঠান যাতে সহজে ভ্যাট রিটার্ন ও ভ্যাটের টাকা পরিশোধ করতে পারে, সেই বিষয়টিকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে লেনদেনের হিসাব দিচ্ছে, তা ধীরে ধীরে দেখা হবে।

গত ২৩ মে গুগল প্রথম অনাবাসী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে ভ্যাট নিবন্ধন নেয়। এরপর আমাজন, ফেসবুক একই পথে ভ্যাট নিবন্ধন নিয়েছে। গত জুলাই মাসে বিশ্বের অন্যতম বড় টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফট ভ্যাট নিবন্ধন নেয়। কিন্তু এত দিন রিটার্ন দেয়নি। চার মাস সময় নিয়ে তারা গত মাসে এক সঙ্গে চার মাসের ভ্যাট রিটার্ন দিয়েছে।

২২ দিনে ৭০০% মূল্যবৃদ্ধি, চাহিদা নাকি কারসাজি

বিমা খাতের কোম্পানি সেনাকল্যাণ ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কী হচ্ছে, এটাই এখন শেয়ারবাজারে আলোচনার কেন্দ্রে। এ আলোচনার কারণ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি।

নতুন তালিকাভুক্ত এ কোম্পানির শেয়ারের দাম মাত্র ২২ কার্যদিবসে

৭০০ শতাংশ বা ৬৯ টাকা বেড়েছে।প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিও পদ্ধতিতে কোম্পানিটি শেয়ারবাজার থেকে ১৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। সে জন্য আইপিওতে ১ কোটি ৬০ লাখ শেয়ার বিক্রি করে।

প্রতিটি শেয়ার বিক্রি করা হয় ১০ টাকা অভিহিত মূল্যে। ১০ টাকার সেই শেয়ারের বাজারমূল্য গতকাল দিন শেষে দাঁড়িয়েছে ৭৯ টাকা ২০ পয়সায়। শেয়ারবাজারে কোম্পানিটির লেনদেন শুরু হয় গত ৭ নভেম্বর। এরপর থেকে প্রতি কার্যদিবসেই কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ করে বেড়েছে।

শুরুর দিকে আইপিও শেয়ারধারীরা খুব বেশি শেয়ার বিক্রি করেননি। ফলে বাজারে একধরনের চাহিদা তৈরি হয়। কিন্তু গত কয়েক দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) কোম্পানিটির প্রায় ৮৮ লাখ শেয়ারের হাতবদল হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন কোম্পানিটির ১০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা বাজারে।

একাধিক ব্রোকারেজ হাউসের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাজারে কারসাজির মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে আইপিও শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে বেশ কয়েকজন কারসাজিকারী সক্রিয় রয়েছেন।

কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন আইপিও শেয়ারের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়েছেন তাঁরা। চক্রটি আইপিও শেয়ারের দাম বাড়াতে লেনদেন শুরুর দিন থেকে বিপুল শেয়ারের ক্রয়াদেশ দেয়। তাতে বিক্রেতারা শেয়ার বিক্রি করেন না।

এভাবে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে শেয়ার কিনে নেন তাঁরা। আর প্রতিদিন দাম বাড়তে দেখে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অনেকে ওই শেয়ার কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তারই একপর্যায়ে সব শেয়ার বিক্রি করে দেন কারসাজিকারকেরা। এরপর দাম কমতে শুরু করে। আর তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা।

ডিএসইতে গতকাল সোমবার সেনাকল্যাণ ইনস্যুরেন্সের ৩৬ লাখ শেয়ারের হাতবদল হয়। লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে এটি ছিল চতুর্থ অবস্থানে।

দিন শেষে ডিএসইতে এটির শেয়ারের লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮ কোটি টাকা। এদিকে টানা মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ডিএসইর পক্ষ থেকে কোম্পানিটিকে চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠির জবাবে গতকাল

কোম্পানিটি জানিয়েছে, এভাবে টানা মূল্যবৃদ্ধির মতো কোনো অপ্রকাশিত তথ্য তাদের হাতে নেই।

প্রবাস আয় পতনের প্রভাব আমানতে

মহামারি করোনার সময় ব্যাংক খাতে আমানতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও গত কয়েক মাস ধরে টানা কমছে। গত চার মাসে ব্যাংকগুলোর আমানতের প্রবৃদ্ধি কমেছে ৩.২১ শতাংশ।

এমন একসময় আমানতের প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে, যখন ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন ঋণের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ব্যাংকাররা। তবে আমানতের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে রেমিট্যান্সের পতনকে দায়ী করা হচ্ছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, করোনার মধ্যে প্রবাসীরা তাঁদের পরিবার-পরিজনের কাছে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যার বড় একটা অংশ সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে ঢুকেছে। কারণ, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিয়তার কথা ভেবে তখন প্রবাসীরাও সঞ্চয়ে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শুধু প্রবাসীরাই নয়, করোনাকালে আয় কমার পরও অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষ।

এ ছাড়া বেসরকারি বিনিয়োগ থমকে থাকায় ব্যাংকে আমানতে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার পর থেকে রেমিট্যান্সের টানা পতন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় আমানতের মুনাফায় (সুদ) সর্বনিম্ন সীমা আরোপের পর ব্যাংকগুলো কর্তৃক আমানত নিরুৎসাহ করায় আমানত প্রবৃদ্ধি কমে গেছে।

এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, ‘দেশে করোনার সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর সাধারণ ছুটি ও কয়েক দফার লকডাউনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। অনেকের রুটি-রুজির পথ বন্ধ হয়ে যায়। চাকরি হারিয়ে বেকার হন অনেকেই।

আবার কাজ থাকলেও বেতন কমে যাওয়া বা বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এতে ব্যাংক খাতে আমানত কমার আশঙ্কা থাকলেও রেমিট্যান্সের জাদুতে সেটি হয়নি। কারণ, করোনার মধ্যেই প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যার বড় অংশই আমানত হিসেবে ব্যাংকে আসে। এ ছাড়া করোনা সংক্রমণ ভীতিতে ব্যক্তি বিনিয়োগ থমকে যাওয়ার কারণেও আমানতে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু এখন আমানত কমছে, কারণ রেমিট্যান্সও কমে গেছে।

আর রেমিট্যান্স যে কমে যাবে সেটি আমি আগেই বলেছিলাম। এ ছাড়া আরেকটি কারণে আমানত কমছে, সেটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আমানতের সর্বনিম্ন সুদ বেঁধে দেওয়ার কারণে। কারণ আমানতের সুদ বাড়ানোর নির্দেশনার পর কিছু ব্যাংক আমানত নিতে অনাগ্রহ দেখায়।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশে করোনা আঘাত আসার আগে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বার্ষিক আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৮২ শতাংশ। সেই প্রবৃদ্ধি বাড়তে বাড়তে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৪.৪৭ শতাংশে ওঠে। কিন্তু এরপর থেকেই টানা কমছে আমানতের প্রবৃদ্ধি। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর মাসে আমানতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে ১১.২৬ শতাংশ। অর্থাৎ গত চার মাসের ব্যবধানে আমানতের প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩.২১ শতাংশ কমে গেছে। গত সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংকিং খাতে আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা।

জানতে চাইলে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ও বেসরকারি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, রেমিট্যান্সের ধারাবাহিক পতনই আমানতের প্রবৃদ্ধি কমার জন্য দায়ী। কারণ করোনাকালে রেমিট্যান্স ব্যাপক হারে বেড়েছিল। আর ঠিক যখন থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমতে শুরু করেছে, তখন থেকে আমানতের প্রবৃদ্ধিতেও নিম্নমুখী প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি।

এ ছাড়া সুদ কমার কারণেও আমানত নিরুৎসাহ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘করোনায় বিনিয়োগের গতি থমকে যাওয়ায় ব্যাংক খাতে প্রচুর তারল্য জমেছিল। এতে আমানতের সুদও কমে যায়। ফলে বিকল্প হিসেবে পুঁজিবাজার ও সঞ্চয়পত্রেও টাকা খাটিয়েছেন মানুষ। যার প্রভাব পড়েছে আমানতের প্রবৃদ্ধিতে।’ আমানতের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া ব্যাংক খাতে দীর্ঘমেয়াদে কোনো শঙ্কা তৈরি করবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমানতের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া

অবশ্যই শঙ্কার কারণ। আমরা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন।’

২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে ২ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরেও এই সিুবধা বহাল রাখা হয়েছে। রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার পর থেকে প্রতি মাসেই প্রবাসীরা পরিবার-পরিজনের কাছে বেশি অর্থ পাঠাতে শুরু করেন। এমনকি করোনা সংক্রমণের মধ্যেও তাঁদের এই অর্থ প্রেরণ অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু এখন করোনা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে। এর কারণ সব কিছু খুলে যাওয়ায় হুন্ডি আবার চাঙ্গা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত জুন মাস থেকে টানা কমছে রেমিট্যান্স।

ওই মাসে রেমিট্যান্স আসে ১৯৪ কোটি ডলার। আর সর্বশেষ নভেম্বর মাসে আসে মাত্র ১৫৫ কোটি ৬৭ লাখ ডলার, যা গত ১৮ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের মাস অক্টোবরে আসে ১৬৪ কোটি ৬৮ লাখ ডলার। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরে ১৭২ কোটি ৬৭ লাখ, আগস্টে ১৮১ কোটি ও জুলাইতে আসে ১৮৭ কোটি ১৪ লাখ ডলার। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রেমিট্যান্স আসে ৮৬০ কোটি ৮৮ লাখ ডলার। এটি গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২০.৯৭ শতাংশ কম।

এদিকে, সাধারণ আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় গত আগস্টে মেয়াদি আমানতের সর্বনিম্ন সুদহার নির্ধারণ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়, ব্যক্তি পর্যায়ের মেয়াদি আমানতের মূল্যস্ফীতির নিচে সুদ দেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে আগের তিন মাসের গড় মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক তথ্য বলছে, ওই নির্দেশনার আগে ৩৮টি ব্যাংকের সুদের হার মূল্যস্ফীতির নিচে ছিল।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব ব্যাংকের অনেকেই নির্দেশনা জারির পরই আমানতের সুদের হার বাড়িয়ে নির্ধারণ করে। আর দ্রুত মুনাফা অর্জনের মানসিকতাসম্পন্ন কিছু ব্যাংক সুদ না বাড়িয়ে আমানত নিরুৎসাহ করে আন্ত ব্যাংক কলমানি থেকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে তহবিল সংগ্রহ করে ব্যবসা করতে থাকে। আর এসব ব্যাংকই এখন তারল্য সংকটে পড়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র।

ওমিক্রন থাবায় অর্থনীতিতে আতঙ্ক

ব্রিটেনসহ ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশে এবার করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন শনাক্ত হয়েছে। আলজাজিরার খবর অনুসারে, নতুন করে ওমিক্রনের সংক্রমণের তালিকায় যুক্ত হলো জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র ও ইতালি। করোনার এই নতুন ধরন সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় শনাক্ত হওয়ার পর দেশটির ওপর সবার আগে ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ব্রিটেন। ধীরে ধীরে অন্যরাও ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা জারি শুরু করে।

এর মধ্যেই ইউরোপে ব্রিটেনের পর জার্মানি ও ইতালিতে ওমিক্রনের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। নেদারল্যান্ডসে আংশিক লকডাউন কার্যকর করা হয়েছে। সর্বশেষ অতি সংক্রামক ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের আতঙ্কে কর্তৃপক্ষ দেশ জুড়ে আংশিক লকডাউন জারি করতে বাধ্য হয়েছে। কমপক্ষে আগামী তিন সপ্তাহ সব ধরনের সাংস্কৃতিক ভেন্যু বিশেষ করে ক্যাফে, জাদুঘর ও সিনেমা হলো অবশ্যই বন্ধ থাকবে। হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ যেন না বাড়ে এবং পরিস্থিতি যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে সেজন্যই কর্তৃপক্ষ এমন কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন আতঙ্কে এবার সব বিদেশি নাগরিককে জন্য সীমান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করতে যাচ্ছে ইসরাইল কর্তৃপক্ষ। ইসরাইলে এরই মধ্যে করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন শনাক্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে সংক্রমণ ঠেকাতে বিদেশিদের জন্য পুরোপুরি সীমান্ত বন্ধ করতে প্রস্তুত সংশ্লিষ্টরা।

অতিসংক্রামক ওমিক্রন শনাক্তের জেরে আবারও ধাক্কা লেগেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। ধস নেমেছে বিশ্বের বড় বড় পুঁজিবাজারে। ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম এক ধাক্কায় ৬৮ ডলারে নেমে এসেছে। পৌনে দুই বছরের করোনার ছোবলে তছনছ হয়ে যাওয়া বিশ্ব অর্থনীতি মাত্র ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। তখনই করোনার নতুন ধরন ‘ওমিক্রন’ নতুন সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বকে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবর বলছে, গত শুক্রবার বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কমেছে ১০ শতাংশের বেশি। করোনা

ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট বা ধরনের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি পোশাকের বৃহত্তম বাজার ইউরোপে আবারও লকডাউনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মহামারি মোকাবিলায় ইউরোপ যাতে সফল হয় সেই প্রত্যাশাই করছেন বাংলাদেশি পোশাক রপ্তানিকারকরা, কারণ পরিস্থিতি খারাপ হলে ইউরোপের বাজারে তাদের রপ্তানি কমে যেতে পারে। তবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলাদেশেও। আবার কি বন্ধ হয়ে যাবে সবকিছু? আমদানি-রপ্তানিতে যে গতি ফিরে এসেছিল, তা কি থমকে দাঁড়াবে। প্রধান রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় দেশগুলোর পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন দেশের পোশাক প্রস্তুতকারীরা। রপ্তানি বাজারের সাময়িক ধীরতার মধ্যেও তারা আশা করেছিলেন, এবার হয়তো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডগুলো তাদের অর্ডার স্থগিত করবে না।

বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, কোভিড-১৯-এর প্রথম ঢেউয়ের সময় বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও ক্রেতারা তাদের ৩১৫ কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের পোশাকের অর্ডার বাতিল ও স্থগিত করেছিল, যা দেশের অন্তত ১ হাজার ১৩৬টি কারখানার ওপর প্রভাব ফেলেছে। যদিও পরবর্তী সময়ে আবার অর্ডার ফিরেছে। কিন্তু ধাক্কার প্রভাব রয়েগেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৮ থেকে ১০টি দেশ নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করে, তাহলে অবশ্যই এর প্রভাব বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিখাতের ওপর পড়বে। তবে, কোনো একক দেশের বিধিনিষেধ গার্মেন্টস ব্যবসায়ে তেমন প্রভাব ফেলবে না ।

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন নিয়ে শেয়ারবাজারের কিছু বিনিয়োগকারীর মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এতে কিছু বিনিয়োগকারী শেয়ার বিক্রির চাপ বাড়িয়েছেন। ফলে গত সপ্তাহের বড় পতন দেখা গেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, শেয়ারবাজার অত্যন্ত সংবেদনশীল। যে কোনো নেতিবাচক বিষয় শেয়ারবাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে সার্বিকভাবে বর্তমান শেয়ারবাজার বিনিয়োগবান্ধব। তাই বিনিয়োগকারীদের উচিত আতঙ্কে বিক্রির চাপ না বাড়িয়ে তথ্য যাচাই-বাছাই করে ভালো শেয়ারে বিনিয়োগ করা।

বিশ্ববাজারে কমলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম এখনো স্থিতিশীল নয়। ওঠানামা করছে। কোনো দিন দাম ২০ ডলার কমে, পরের দিন ২ ডলার বাড়ে। যখন তেলের দাম কমে স্থিতিশীল হবে, তখন সরকারও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

গতকাল বুধবার সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গত ৩ নভেম্বর ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ১৫ টাকা বাড়িয়ে ৮০ টাকা নির্ধারণ করে সরকার।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, পত্রপত্রিকায় অর্থ পাচারকারী হিসেবে কিছু নাম এসেছে, যাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা কাজ করছে। আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।গত দুই বছরে অর্থ পাচার বন্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, অগ্রগতি কী এবং কতজন শাস্তি পেয়েছে, সে তথ্য তুলে ধরা হবে।

মানুষের সুখের জন্য অর্থায়ন করে আইডিএলসি

১৯৮৫ সালে মাত্র পাঁচজন কর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু করে আইডিএলসি ফাইন্যান্স। তখন কোম্পানির ঋণপণ্যও ছিল মাত্র একটি। আজ ৩৭ বছর পর দেশের বৃহত্তম ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেশের এসএমই ও খুচরা ঋণ বাজার ও পুঁজিবাজারে আইডিএলসি এখন শক্তিশালী কোম্পানি।

আজ দেশের ২০টি শহরে আইডিএলসি ফাইন্যান্সের পদচারণ। শাখা আছে ৪০টি। দেড় সহস্রাধিক কর্মী নিয়ে আইডিএলসি ফাইন্যান্স এখন ৯০ হাজারের বেশি গ্রাহককে সেবা দিচ্ছে। তবে আইডিএলসি এখন আর শুধু ঋণ

দেওয়ার মধ্যে সীমিত নেই, তারা এর বাইরে আরও কিছু করার চেষ্টা করছে। তারা মানুষকে স্বপ্নপূরণে সহায়তা করছে। বাড়ি কেনার স্বপ্ন, সন্তানকে বড় স্কুলে পড়ানোর স্বপ্ন, নিজের গাড়িতে করে বনভোজন করার স্বপ্ন, ব্যবসা বড় করার স্বপ্ন, আরও মানুষের কর্মসংস্থান করার স্বপ্ন ও জাতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন।

এ প্রক্রিয়ায় অনেক মানুষকে সেবা দিয়েছে আইডিএলসি। তবে তারা মনে করে, কত মানুষের কর্মসংস্থান হলো বা কত মানুষকে ঋণ দেওয়া হলো, সেটা বড় বিষয় নয়; বরং কত মানুষের জীবন তারা ছুঁয়ে গেল, সেটাই বড় কথা। ব্যবসায় মুনাফা গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে মানুষের মুখের হাসি আইডিএলসির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য তারা মানুষের হাসির জন্য অর্থায়ন করতে চায়

মানের সঙ্গে আপস করে না কিউব হোল্ডিংস

যুগোপযোগী, দৃষ্টিনন্দন ও শতভাগ ব্যবহারযোগ্য স্থাপনা নির্মাণে কিউব হোল্ডিংস লিমিটেড ধারাবাহিকভাবে নজির সৃষ্টি করছে। অভিজাত স্থাপনায় নতুন নতুন মানদণ্ড তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য। প্রতিটি দিন যেন আগের দিনের চেয়ে ভালো যায়, কিউব হোল্ডিংস সব সময় সেই চেষ্টা করে। এ যেন নিজের সঙ্গে নিজের প্রতিযোগিতা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে কিউব হোল্ডিংস লিমিটেড মান রক্ষায় সচেষ্ট থেকেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা গ্রাহকের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেছে। এখন তাদের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী দশকে মান ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা।

ডিজাইনের নান্দনিকতা ও পরিকল্পনায় নিজেদের সেরা প্রমাণে সচেষ্ট থাকে কিউব হোল্ডিংস। আধুনিক নানা বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে গ্রাহকদের কাছে কিউব হোল্ডিংস গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত চিন্তা ও বৈচিত্র্যের সমন্বয় করে আধুনিক পরিবেশবান্ধব স্থাপনা নির্মাণ এবং গ্রাহকের চাহিদা বিবেচনা করে সমৃদ্ধ আবাসন নিশ্চিত করা কিউব হোল্ডিংসের লক্ষ্য।

একঝাঁক কর্মচঞ্চল ও উদ্যমী তরুণের চিন্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রম কিউব পরিবারকে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছে। প্রতিনিয়ত নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির পরও কিউব হোল্ডিংস মান রক্ষায় ছাড় দেয়নি। মান রক্ষা ও ফ্ল্যাটের দাম আলাদা বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে কিউব।

কিউব হোল্ডিংস চলমান আবাসন নির্মাণ ধারণা বদলে দিতে এবং গ্রাহক সেবা নতুন রূপে উপস্থাপন করতে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনে শান্তির আবাসের নিশ্চয়তা দিতে কিউব হোল্ডিংস গ্রাহকের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট।

সূচকের ইতিবাচক ধারায় চলছে পুঁজিবাজারে লেনদেন

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের ইতিবাচক ধারায় চলছে লেনদেন।

এ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

এদিন বেলা ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ডিএসইয়ের সাধারণ সূচক ডিএসইএক্সের লেনদেনে ৪৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করে ৬ হাজার ৮১৯ পয়েন্টে। তবে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৮ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করে ১৪৩৭ পয়েন্টে। এ ছাড়া ডিএসই-৩০ সূচক ৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করে ২৫৮২ পয়েন্টে।

এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ২৫০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩১টির এবং দাম অপরিবর্তিত রয়েছে ১৮টির।

অন্যদিকে একই সময়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সিএএসপিআই সূচক ৫২ পয়েন্ট বেড়ে ১৯ হাজার ৮৯২ পয়েন্টে অবস্থান করছে।

নতুন সংকটে শিল্প খাত

করোনা পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্পের কাঁচামালের দাম অস্বাভাবিক গতিতে বাড়ছে। এর প্রভাব পড়ছে দেশের বাজারেও। বাড়ছে পণ্যের দাম। জ্বালানি তেলের কারণে পণ্য পরিবহণ ব্যয়ও বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত। ব্যাংকে বেড়েছে ডলারের দাম। এভাবে মূল্য বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছে দেশের প্রায় সব ধরনের শিল্প।

বাড়তি ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করতে হচ্ছে। কিন্ত হঠাৎ করে বেশি দামে বিক্রি করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পে পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়লেও ক্রেতারা দাম বাড়াননি। সব মিলে বড় ধরনের সংকটে পড়েছে শিল্প খাত।

এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য উদ্যোক্তারা করোনাকালীন প্রণোদনা অব্যাহত রাখা, এলসির সীমা বাড়ানো, চলতি মূলধনের ঋণসীমা বৃদ্ধির দাবি করেছেন। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের প্রণোদনার ঋণ এক দফার পরিবর্তে একাধিকবার দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। এসব বিষয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় সব ধরনের পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে বেশি সংকটে পড়েছে দেশের রপ্তানিমুখী শিল্প। এর মধ্যে পোশাক শিল্পের অবস্থা খুবই নাজুক। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৬ শতাংশই আসে এ খাত থেকে। পোশাক শিল্পের অবস্থা জানিয়ে গত ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি ফারুক হাসান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন।

এতে তিনি উল্লেখ করেন, করোনায় তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামালসহ অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে আমদানি করা শিল্পের কাঁচামাল ও স্থানীয় কাঁচামালের মূল্য কল্পনাতীতভাবে বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী তুলার দাম মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে নিট সুতার দাম বেড়েছে ৫৩ শতাংশ। একই কারণে ফেব্রিক্সের দাম বেড়েছে ২৫ এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বা এক্সেসরিজের দাম বেড়েছে ১৫ শতাংশ।

বিশ্বব্যাপী পরিবহণ ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে পণ্য পরিবহণের খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ।

চিঠিতে আরও বলা হয়, এ অবস্থায় অনেক প্রতিষ্ঠানই তাদের নিজ নিজ ব্যাংক থেকে দেওয়া ক্রেডিট লিমিট বা কম্পোজিট লিমিটেডের মধ্যে কাঁচামাল আমদানির জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলতে পারছে না। পণ্যের দাম বাড়ায় এলসি খুলতেও বেশি ঋণ লাগছে। অনেক প্রতিষ্ঠানই ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলতে গেলে ব্যাংকের দেওয়া এলসি লিমিটের অতিরিক্ত ঋণের জন্য জামানত চাওয়া হচ্ছে। ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে অতিরিক্ত ঋণের জন্য জামানত চাওয়া কোনোভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি কার্যক্রমকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি ও চলতি মূলধনের চলমান সীমা ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন তারা।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, গত দুই মাসে বিশ্ব বাজারে সব ধরনের কাঁচামালের দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু রপ্তানির আদেশ পাওয়া গেছে দুই মাস আগে। এখন বাড়তি দামে কাঁচামাল আমদানি করে পোশাক তৈরি করতে বেশি খরচ পড়ছে। কিন্তু ক্রেতা পণ্যের দাম বাড়াতে চাচ্ছে না। এতে করে দেশের রপ্তানি খাত নতুন সংকটে পড়েছে।

সূত্র জানায়, একই অবস্থা অন্যান্য শিল্প খাতে। শিল্পের প্রায় সব ধরনের কাঁচামালই আমদানি করতে হয়। এছাড়া স্থানীয়ভাবে যেসব কাঁচামাল পাওয়া যায় সেগুলোর দামও বেড়েছে। এ অবস্থায় বেশি দামে কাঁচামাল কিনে আগের দামে পণ্য বিক্রি করে লোকসানের মুখে পড়ছেন উদ্যোক্তারা। ইচ্ছে করলে যেভাবে খরচ বেড়েছে, সেভাবে পণ্যের দাম বাড়ানো যাচ্ছে না।

এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কারণে সব ধরনের পণ্যের পরিবহণ ব্যয় বেড়ে গেছে। বিশ্ব বাজারে গত বছরের এপ্রিলে জ্বালানি তেলের দাম কমে প্রতি ব্যারেল ২০ ডলারে নেমেছিল। এখন তা বেড়ে ৯০ ডলারে উঠেছে।

অক্টোবরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ব বাজারে প্রায় সব ধরনের পণ্যের দামই বেড়েছে। করোনার কারণে পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এখন

সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া হঠাৎ করে সব দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হওয়ায় চাহিদা বেড়েছে। এ কারণে দাম বাড়ছে। গত বছরের জুনে জ্বালানিবহির্ভূত পণ্যের দামের (শিল্পের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, পণ্য) গড় সূচক ছিল ৭৫ ডলার। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১১০ ডলার। খাদ্য উপকরণের গড় সূচক একই সময়ে ৮০ ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ১১৫ ডলার। একই সময়ে জাহাজে পণ্যের পরিবহণ ব্যয় বেড়েছে ৭৩ শতাংশ।

উদ্যোক্তারা জানান, করোনা পরিস্তিতির উন্নতি হওয়ায় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হয়েছে। এ কারণে পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। বিশ্বের খ্যাতিমান ব্র্যান্ডগুলোর শোরুম এখন খালি। পণ্যের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতারা জাহাজের পরিবর্তে বিমানে দ্রুত পণ্য পাঠানোর তাগিদ দিচ্ছেন। ক্রেতাদের রপ্তানির আদেশও বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত অর্থবছরের জুলাই-আগস্টের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাক টু ব্যাকের আওতায় নতুন এলসি খোলা বেড়েছে ৫১ দশমিক ০৮ শতাংশ। আমদানি বেড়েছে ৩৬ দশমিক ১২ শতাংশ। একই সময়ের ব্যবধানে শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি বেড়েছে ১১ শতাংশ, এলসি খোলা বেড়েছে ১২ শতাংশ। শিল্পের কাঁচামালের এলসি খোলা বেড়েছে ৫০ শতাংশ এবং আমদানি বেড়েছে ৩৭ শতাংশ।